সাহিত্যসাধক দ্বিজেন্দ্রলাল

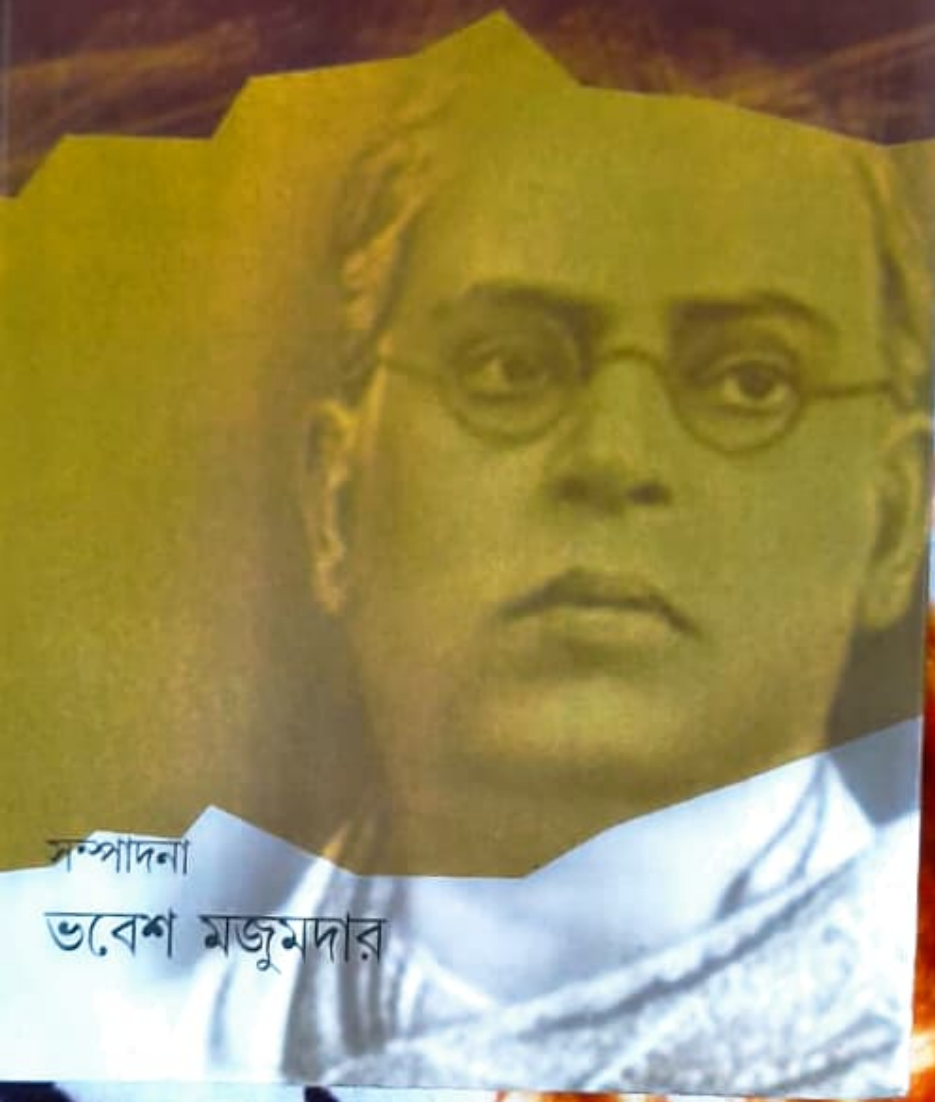

সম্পাদনা
ভবেশ মজুমদার

রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক : রাগে-অনুরাগে

কবিরঞ্জন সাহা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আকাশে দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এই দুই ক্ষণজন্মা প্রতিভার মধ্যে শুধু যে অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠতা ছিল তাই নয়, আবির্ভাবের দিক থেকেও দুজনে ছিলেন সমসাময়িক (রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ খ্রিঃ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৬৩ খ্রিঃ)। জীবনের মধ্য পর্বে বঙ্গজননীর এই দুই অনন্য প্রতিভা পরস্পরের প্রতি যেরূপ বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, অপার্থিব প্রতিভার অধিকারী হয়েও যেভাবে একে অন্যকে আত্মীয় ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তা বিস্ময়কর। অনেকেই মনে করেছিলেন যে, সম্পর্কের এই গাঢ়তা স্থায়ী ও অবাধ্য রূপে গড়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যানুগত্য ও স্পষ্টবাদিতা ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন—

> "আপন যশঃ প্রতিষ্ঠা, লোকমত বা চক্ষুলজ্জার দিকে তিলার্ধও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এই তেজস্বী পুরুষসিংহ মানব সমাজের পক্ষে যাহা অন্যায়, অশোভন ও অসংগত বলিয়া বুঝিতেন, অকুতোভয়ে তাহার বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন, দুর্বার বিক্রমে চিরদিন বাক্য ও লেখনী ব্যবহার করিতে স্বভাবত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।"[1]

অথচ দ্বিজেন্দ্রলাল আমরণ ছিলেন রবীন্দ্র-প্রতিভার পরম গুণগ্রাহী। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার এবং দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত সাম্মানিক উপাধির বহুপূর্ব থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে শুধু ভারতের নয় সমগ্র ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতম কবি ও সাহিত্যিকদের অন্যতম মনে করতেন। বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি নির্বাচিত করায় যে প্রবল গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছিল তখনও দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করেছিলেন। দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরেও বন্ধুত্ব ছিল গভীর ও অমলিন। ১৯০৫ সালের ২০ মার্চ দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের কলকাতার বাসভবনে বসেছিল 'পূর্ণিমা-মিলন'-এর আসর। এই আসরে কলকাতার প্রায় সব বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন এবং আলাপ-পরিচয়, রঙ্গব্যঙ্গ-সঙ্গীত ও কবিতাপাঠে অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে হোলি খেলাও হয় এবং দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের হাতে মুঠো-মুঠো আবির নিয়ে রবিবাবুর মুখমণ্ডল রঞ্জিত করেন। বিশ্বকবি মজা করে বলেছিলেন—

> "আজ দ্বিজুবাবু শুধু যে আমাদের হৃদয়-মনোরঞ্জন করেছেন তা নয়—তিনি আজ আমাদের সর্বাঙ্গ রঞ্জন করে ছাড়লেন।"[2]